বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 515. July, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৪ বর্ষ। ৫১৫ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৩। জুলাই, ১৯০৬। } ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্মরণোৎসব—গত ১লা জুন প্রাতে ও অপরাহ্ণে মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের ৬৪ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বহু লোক তাঁহার সমাধিস্থল কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শিবজী উৎসব—গত ৪ঠা হইতে ৭ই জুন পর্য্যন্ত "ফিল্ড ও একাডেমী" নামক ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর "রাজ্যাভিষেক উৎসব" মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পুনা হইতে সুবিখ্যাত মারহাট্টা কুলতিলক বালগঙ্গাধর তিলক আসিয়াছিলেন।

রামমোহন জন্মোৎসব—২২এ মে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে উপাসনাদি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানেও উৎসব হইয়াছে।

সাম্রাজ্যোৎসব—২৪এ মে দিবসে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনেক স্থানে "সাম্রাজ্যোৎসব" হইয়াছে।

এ দিন মহারাণীর জন্মদিন বলিয়া পবনীয় হইলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভাল হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণ।

বি এ।

শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র	বেথুন কলেজ
" হিরণ্ময়ী সেন	ঐ

এফ্ এ।

জ্যোতির্ম্ময়ী সাহুলী ১ম বি	বেথুন কলেজ
ভ্যালেন্টিনা মেরী	প্রাইভেট
উমা ভট্টাচার্য্য ২য় বি	বেথুন কলেজ
নীলাম্বরী দত্ত	"
মেরী ইন্দুমতী মজুমদার ২য়	"

মেরী সরলা বালা	২য়	প্রাইভেট
ইহার জগন্মোহিনী ভট্টাচার্য্য	„	„
বারলেট জলদমোহিনী মিত্র	„	„
আইরিন ঘোষ	„	„
উমাল কাপেলিন	„	„
কমলা সেন	৩য়	বেথুন কলেজ
হেমপ্রভা কুইয়া	৩য়	„
মোহিনী দাস	„	প্রাইভেট
অমরাবতী ঘোষ	„	„
কাপালিন ঘোষ	„	„

এণ্ট্রান্স।

সত্যপ্রিয়া ঘোষ	১ম	বাঁকীপুর কিমেল স্কুল
বিভা রায়	...	২য় বেথুন স্কুল
কর জর্জিয়ানা	২য়	মাণ্ডালে সেণ্ট যোসেফ
কাহন কাথালিন	২য়	মৌলমেন „ „
শিশিরকুমারী গুহ	৩য়	ময়মনসিংহ আলেকজান্দ্রা স্কুল।
প্রেমলতিকা হালদার	৩য়	বেথুন স্কুল
আশালতা ঘে	৩য়	সি এম এস চার্চ্চ
ঘে দত্ত	„	মেথডিষ্ট।
হান লিলী	৩য়	ডাওসিয়ান মিসন স্কুল
ফুলিয়া	„	মেথডিষ্ট বা, বি।
লতাতে লাবণ্যলতা	৩য়	ডাওসিয়ান মিঃ স্কুল
বিন্ধ্যবাসিনী	„	মজঃফরপুর
বিননেজে	„	বেথুন সেণ্ট

ভারতে প্লেগের রাজত্ব— ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে, ১৮৯৬ সালে বোম্বাই নগরে এই বৈদেশিক যমদূতের আগমন হয়, ক্রমে ইহার রাজ্যবিস্তার কিরূপ হইয়াছে দেখুন :—

১৮৯৬ সালে	মোবিসংখ্যা	১৮০৪
৯৭ „		৫৬,০৫৫
৯৮ „		১,১৮,০৫৫
৯৯ „		১,৩৩,৭৯৮
১৯০০ „		৯৩,৯৮০
১৯০১ „		১,৭৩,৩৭৯
১৯০২ „		৫,৭৭,৪১৭
১৯০৩ „		৮,৫১,১৮৩
১৯০৪ „		১০,১২,২৯৯
১৯০৫ „ „		৯,৫৩,৮৩৩

১৯০৬ সালে ৪ মাসে ১ লক্ষ, ৭০ হাজার হইয়াছে। কতেক বৎসরে মোট সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার। হৃদ-রোগ মৃত্যুর মৃত্যু অপেক্ষা ভারতে প্লেগ-মৃত্যু অনেক অধিক।

ভারতপ্রতিনিধি—বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়াছেন ১৯০৭ সালের ১৪ই এপ্রিলের উপনিবেশ-সমিতিতে ভারতের প্রদেশ সকল হইতে এক একজন প্রতিনিধি গৃহীত হইবে।

জলপ্লাবন—(১) চিনের হিনাম প্রদেশে ভয়ঙ্কর বন্যায় অনেক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। (২) বেঙ্গুণে ঝঞ্ঝাপাতের সহিত বন্যা হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—জাপানের ন্যায় রুসিয়াতেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে চাঁদা তোলা হইতেছে। ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। মে মাসের শেষে সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ।

হরিষে বিষাদ—স্পেনরাজ আলফন্সোর সহিত রাজকুমারী এনার

বিবাহের বিপুল আয়োজন গত ৬ মাস ধরিয়া চলিতেছিল, ৩১এ মে এই বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর কন্যা শিবজা হইতে রাজপথে যাত্রা করিবামাত্র কোথা হইতে ফুলের তোড়ার সহিত এক বোম্ব গোলা আসিয়া পড়িল। তাঁহাদের যান চূর্ণ হইল, তাঁহাদিগকে দুই পৃথক্ যান হইতে টানিয়া বাহির করা হইল; তাঁহাদের নিকটস্থ ৩ জন কর্ম্মচারী, ৭ জন সৈন্য ও ৫ জন দর্শক তৎক্ষণাৎ হত এবং প্রায় ১০০ লোক আহত হইল। বর কন্যার অসম্ভাবিত প্রাণরক্ষায় সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু তাঁহারা অশ্রুপাত করিতে করিতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

রাজনীতির সকল ঘটনাই অনিশ্চিত এবং সকল সুখই দুঃখমিশ্রিত। রাজা ও রানী ইহা সম্যক্ রূপে জানিয়া এবং বিবাহকে মহায় করিয়া রাজধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত হইলেন।

মেহগ্নির মূল্য—একটী মেহগ্নি গাছের গুঁড়ি ইউরোপীয় বাজারে ৩০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে!

ভারত শ্রমজীবী—ফিজীদ্বীপ হইতে ৩৫০ শ্রমজীবী গত ১লা জুন কলিকাতায় ফিরিয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা শতাধিক ইহাদের খরচ খরচা বাদে ১লক্ষ, ২৭ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন ১২ হাজারের অধিক টাকা সঞ্চয় করিয়াছে।

নববর্ষ ও নবজীবন। *

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী কম প্রাচীনা নহে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ইহার ৮০০০ মাইল গর্ভদেশ স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে এবং এক এক স্তর রচনায় কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় পঞ্চভূতের মহাযুদ্ধে কত বজ্রাঘাত, কত অগ্ন্যুৎপাত, কত ভূমিকম্প, দাবদাহ ও জলপ্লাবন হইয়াছে, তথাপি সৃষ্টিরাজ্য জীর্ণ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু ইহাহইতে জীবন, শ্রী, সম্পদ, সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি নব নবভাবে বিকসিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যেন আসুরিক শক্তির ক্রমাবয় পরাজয় ও দেবশক্তিরই জয় ঘোষণা করিতেছে। সৃষ্টির অন্তরালে মৃত-সঞ্জীবন রস লইয়া কে বসিয়া আছেন, তাঁহারই সংস্পর্শে প্রাচীন জরাজীর্ণ মৃত-

* গত ১লা বৈশাখ কোনও উপাসকমণ্ডলীতে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

কল্প মেদিনী পুনর্জীবিত হইয়া নব নব বেশে সুসজ্জিত হইতেছে। আমরা প্রতি-বর্ষেই এই অদ্ভুত দেবলীলা দর্শন করিতেছি। বসন্তকালে কুসুমদল নবজীবন ও নব সৌন্দর্য্য লইয়া সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতে যায়; গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত এবং শীতের হিম ও তুষার মস্তকে বহন করিয়া ইহা কতই জীর্ণ, হতশ্রী ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবার কোথা হইতে নব-জীবনের অভ্যুদয় হয়? ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের সঙ্গে এমন এক সমসূত্রযোগে যুক্ত হয় যে অমনি তাহার মধ্যে নিগূঢ় নব-রসের সঞ্চার হয়—অমনি মৃত্যুর স্থানে জীবনের সহস্র সহস্র লক্ষণ প্রকাশ পায়—মরা গাছ গজাইয়া উঠে তরুলতা পুরাতন শুষ্কপত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া নূতন পল্লব-মুকুলে সুশোভিত হয়, তরিম্ন মলয়ানিল বহিতে থাকে, পাখক বিহঙ্গগণ মধুর স্বর-লহরীতে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করে, বদ্ধ নদীস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, জল, স্থল ও শূন্যে জীবজন্তুগণ নূতন উদ্যম, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। প্রকৃতি-রাজ্যে কে এই বসন্তোৎসব প্রতি-বর্ষে সম্পন্ন করিয়া নববর্ষ আনিয়া দেয়?

জগদ্বিধাতা জগদীশ্বরের ইচ্ছা এই যে তাঁহার সৃষ্টি পুরাতন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু বার বার নবীভূত হইয়া তাঁহার মহিমার সাক্ষ্যদান করিবে। মৃতের পুনর্জীবন, পুরাতনের নবীনত্ব, কুৎসিতের নবসৌন্দর্য্যলাভ এবং অবসন্ন জড়ের পুনর্বার সবল সতেজ ও সচেতন ভাব—সৃষ্টিরাজ্যে তাঁহার এই আশ্চর্য্য বিধান। যদি লক্ষ লক্ষবার এই ধরাধাম পুরাতন, হতশ্রী ও মুমূর্ষু হইয়া থাকে, ইহা আবার লক্ষ লক্ষ বারই নবীভূত, পুনর্জীবিত ও নবযৌবন-রঞ্জিত হইয়াছে। তাই এই পৃথিবী আজও সুরূপ, সুরস, সুগন্ধ, সুস্বাদ, সুস্পর্শ হইয়া জীবলোকের আরাম ও সুখভোগের স্থান হইয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতিরাজ্যে যেমন, মানব-সংসারে তেমনি কি মৃতের পুনর্জীবন দেখা যায় না? কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।"

কেবল হিন্দুরাজ্য কেন? বাবিলন, পারস্য, রোম, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধ্বংসা-বশেষ হইতে আবার নূতন রাজ্য ও নূতন জাতির অভ্যুদয় কে না দেখিয়াছেন? রোমের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইউরোপীয় সভ্যজাতি সকলের অভ্যুত্থান এবং আমে-রিকার অরণ্যভূমি হইতে সমুন্নত মার্কিন-জাতির অভ্যুদয় কি মানবসংসারের উন্নতির সাক্ষ্যদান করিতেছে না? ভীমার্জ্জুন, আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ান-মৃত, কিন্তু কত মহাবীর তাঁহাদের পশ্চাতে! বাল্মীকি, ব্যাস, সেক্সপিয়ার ও মিল্টন অন্তর্হিত, কিন্তু আরও কত দেশে কত মহামহা কবি আবির্ভূত! কপিল ও কাণ্ট এবং আর্য্য-ভট্ট ও নিউটন মৃত, কিন্তু কত দার্শনিক

ও বৈজ্ঞানিক নব মত সূত্রে নূতন দর্শন ও বিজ্ঞানতত্ত্ব লইয়া আবির্ভূত। মানব-চিন্তা ও প্রতিভার পুনরুত্থান হইয়া মাত্র ৬ বৎসরের ক্ষতিপূরণ করিতেছে। কেবল ক্ষতিপূরণ নয়—নবযুগের নব মহাজনগণ উন্নতির পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতেছেন। পৃথিবীর ভবিষ্য বংশধরগণ পৃথিবীকে মহত্তর, উন্নততর ও সুখময়তর করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নবজীবন ও উন্নতির সুসমাচার সৃষ্টি-রাজ্য ও মানব-ইতিহাস যেমন প্রচার করিতেছে, প্রত্যেক মানবজীবন ও মানবাত্মা কি তেমনি তাহা প্রচার করিতেছে না? মানবজীবন কৌমার, যৌবন ও জরার মধ্য দিয়া যায় বলিয়া কি পুরাতন হইয়া মৃত হয়? ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা অসম্ভব। দেহের অবশ্য উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, কিন্তু দেহের মধ্যে যে অমর আত্মা আছে, তাহা দেহ হইতে স্বতন্ত্র; তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হয় না। কত প্রাচীন সাধুর মধ্যে আমরা নবীন ভাব দেখিতে পাই। স্বর্গগত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর যখন অশীতিপর বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন ও শ্রবণশক্তিবিহীন, তখন আমরা তাঁহার জরাজীর্ণ দেহে যৌবনের তেজ ও প্রভাব কত সময় অনুভব করিয়া আসিয়াছি। তিনি নিজেও বলিতেন [illegible] হইতেছে, তখনই [illegible] হইতেছে। জ্যোতি দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে, তাহাতেই সুখে আছি।" প্রত্যেক আত্মা সাধু এই মহাসত্যের সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। এখন তাঁহারা লোকান্তর-গত বলিয়া কি মৃত?

খ্রীষ্টানেরা যিশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে মরণ ও মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি মরণ হইতে পুনরুত্থান করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বর্গস্থ পিতার সহিত মিলিত এবং পিতার অক্ষয় সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। প্রত্যেক মানবের পক্ষে এই কথা সত্য। মানবাত্মা মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে অমর জীবনে জীবিত হয় এবং অনন্ত কাল পিতার অনন্ত সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে।

পরলোকের ভবসাভার্থ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না—মানব ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া অমর জীবনের সাক্ষ্য দিয়াছেন। জনক, বুদ্ধ, ঈষা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংসারে থাকিয়াও সংসারের জীব ছিলেন না। সংসারের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, মলিনতা তাঁহাদিগকে মায়াবদ্ধ জীব করিয়া রাখিতে পারে নাই, তাঁহারা মায়ামুক্ত মহাপ্রাণ হইয়া সংসারের উর্দ্ধে বাস করিয়াছেন এবং সংসারের নরনারীগণকে পাপতাপ মোহমায়া হইতে উদ্ধার লাভের সহায়তা করিয়াছেন।

পৃথিবীর পিতা মাতা হইতে যে জন্ম, তাহা পশুজন্ম। গুরুর নিকট শিক্ষা

নীকা লাভে যে জন্ম তাহা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবজন্ম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবজন্ম আছে, তাহা ব্রহ্মসম্পর্শে বা পরমাত্মার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে লাভ হয়। তাহাকে Regeneration বা নবজীবন বলে। কোনও সাধক নিম্নলিখিত কবিতায় এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"প্রথম জনম হয় পিতার ঔরসে,
দ্বিতীয় জনম হয় গুরু-উপদেশে,
তৃতীয় জনম হয় বস্তুর পরশে।"

এই বস্তুস্পর্শ অর্থাৎ আত্মার সহিত পরমাত্মার সংস্পর্শ যেখানেই হইয়াছে, সেখানেই নবজীবন সঞ্চারিত হইয়া ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। পণ্ডিতগণ বলেন সকল বস্তুতে সকল সময় সকল কার্য্য হয় না। শুভ-যোগ বা মাহেন্দ্রক্ষণ আছে। শাম্বুক সর্ব্বক্ষণ জল শুষ্ক করিতেছে, তাহাতে মুক্তা ফলে না। স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টির এক ফোঁটা জল যখন ঝিনুকের উদরে যায়, তখন তাহা মুক্তাতে পরিণত হয়। এই পৃথিবীও নিয়ত সূর্য্যের সম্মুখে ঘুরিতেছে, তা বলিয়া সকল সময় বসন্ত হয় না। পৃথিবী ও সূর্য্যের যে সমসূত্র-পাতের কথা বলা গিয়াছে, যখন সেই ঘটনা হয়, তখনই নববসন্তের সঞ্চার হইয়া ধরাতে নবজীবন, রসমাধুর্য্য ও শোভাসৌন্দর্য্য পূর্ণ করিয়া দেয়। পরমাত্মার সহিত আত্মার যখন সাক্ষাৎ নিগূঢ় যোগবন্ধন হয়, তখন তাহা ঐশ্বরিক অনুপ্রাণনে নব জীবন লাভ করিয়া ভগবানের অপূর্ব্বলীলা প্রকাশ করে। নবজীবন-প্রাপ্ত ব্যক্তি সংসারে মৃত ও ঈশ্বরে জীবিত। সংসারের লাভালাভ, স্তুতিনিন্দা, দণ্ড-পুরস্কার তাহার সুখ দুঃখের কারণ হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের নামে তাঁহার আনন্দ, তাঁহার চিন্তায় তাহার অনুরাগ এবং তাঁহার আদেশ পালনে তাহার দেহ মন প্রাণ সার্থক হয়। তাহার বাহিরের দেরূপ অবস্থা হউক, "পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তং নৃত্যতি নৃত্যতি নৃত্যতি নৃত্যং।" পরব্রহ্মে একান্ত যুক্তচিত্ত হইয়া সে ব্যক্তি কেবলই নৃত্য করে—কেবলই আনন্দ করে।

পরমেশ্বর চির-নবীন, চির-সুন্দর, চির-রস-ময় চিদানন্দনিলয়। এই জগৎ সংসার তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র। তিনিই যুগে যুগে নানা ভাবে সর্ব্বত্র লীলা করিতেছেন। ভূস্তরের গঠনে তাঁহারই হস্ত, প্রকৃতি-রাজ্যের নববসন্তে তাঁহারই শক্তির ক্রিয়া, মানব-সংসার রচনায় তাঁহারই ইচ্ছা এবং প্রত্যেক মানবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে তিনিই কার্য্য করিতেছেন। তিনিই পুরাতনকে নূতন, নির্জ্জীবকে সজীব, নীরসকে সরস করিয়া দিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে তাঁর সৃষ্টি আরও নবতর, কল্যাণতর ও সুন্দরতর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবে।

আমাদের বর্ত্তমান যেরূপ হউক, ভবিষ্যতের উপর আমাদিগের আশা। ভবিষ্যতে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে,

সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ শুভযোগ, তাহাতেই আত্মার নবজীবন—নববসন্ত। প্রকৃতি-রাজ্যে নববসন্তের উদয় করিয়া দিয়া তিনি আমাদের প্রাণকে নূতন করিয়া উদ্বোধন করিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে সকল কামনা কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁর পক্ষ একমন এক প্রাণ হইতে পারিব, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই হইব, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কৃপায় শুভযোগ ও মাহেন্দ্রক্ষণ হইয়াছে বুঝিতে পারিব এবং তখনই নবজীবন লাভ হইবে।

এই নব বর্ষের প্রথম দিন নূতন করিয়া সঙ্কল্প লইবার দিন—অনুতাপ করিবার দিন—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও গ্রহণের দিন। আমরা আশা, উৎসাহ ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে যেন অদ্যকার দিনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি। আত্মপ্রসাদে ও দেবপ্রসাদে সাধুমহাজনের ন্যায় অবশ্যই আমাদেরও শুভযোগ উপস্থিত হইবে এবং আমরাও পিতার সুসন্তান হইয়া অনন্ত পিতৃ-সম্পদের অধিকারী হইব।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ন্যাসী। "আমি একবার তীর্থ পর্য্যটনে গিয়ে হিমালয় পর্ব্বতে কিছুদিন অবস্থান করি। সেই সময় দেখি যে এক রাজকন্যা সখীজন-পরিবৃতা হয়ে প্রতিদিন উষাকালে আমার সম্মুখ দিয়া নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিতে যান এবং প্রত্যহই আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করে বাটী ফিরেন না। তাঁকে অতিশয় সুশীলা ও সুন্দরী দেখে আমি তাঁহার সম্বন্ধে সখীদিগকে দুই একটী প্রশ্ন করিয়া অবগত হই যে ঐ রাজকন্যা ব্রাহ্মণ-তনয়া ও অবিবাহিতা, এবং অনতি-বিলম্বে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে উপযুক্ত বর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করবেন বলে সংকল্প করেছেন। সখী মুখে এই কথা শুনে আমি তোমার ছবিটী তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলাম "ইনি বঙ্গদেশীয় এক ধার্ম্মিক জমিদারের পুত্র; ইনি অতিশয় গুণবান্ এবং রূপবান্; ইনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ; রাজকন্যা যদি ইহাঁকে বরণ করেন, তা হ'লে উপযুক্ত মিলন হয়।" আমার কথাবসানে তারা আমার নিকট হ'তে প্রতিকৃতিটী গ্রহণ করে রাজকন্যার হস্তে প্রদান করেন। রাজকন্যা সেইটী লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং তিন দিন পরে এই প্রতিকৃতিটি ফিরাইয়া দিবেন এবং তাঁহার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবেন বলিয়া যান। এই সুন্দরীই 'অমলা'। তিনদিন

অভিবাহিত হইবার পর চতুর্থদিবসে রাজ-কন্যা সখীদ্বারা আমার নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি সেই প্রতিকৃতির অনুরূপ একটী প্রতি-কৃতি চিত্রিত করাইয়া লইয়াছেন এবং আরও বলেন যে তিনি তোমাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন এবং সেই অভিলাষ তাঁহার পিতামাতাকেও জানাইয়াছেন। কিন্তু তোমার অগ্নি দুরদেশে বাস—তোমার পিতামাতাও সেরূপ প্রকৃত অর্থশালী নন বলিয়া তাঁহার পিতামাতা তাঁহার অভিলাষ অনুমোদন করিতে স্বীকৃত হলেন না।

সুরেশ। "তার পর কি হলো?"

সন্ন্যাসী। তার পর সেই অঞ্জনা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করলেন যে তোমার সহিত যদি তাঁহার পরিণয় না হয়, তা হ'লে তিনি চিরকুমারী হইয়া থাকবেন অথবা প্রাণত্যাগ করবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার প্রায় একমাস পরে আমি সে স্থান হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করি। প্রত্যাগমনকালে তিনি সেই পাখীটি ও তাঁহার নিজের একটি ফটোগ্রাফ আমায় প্রদান করেন, এবং সেই দুইটী তোমাকে অর্পণ করতে বলেন।

সুরেশ শুনিয়াছে কহিলেন "তাঁর প্রতিকৃতি তবে আপনার নিকটে আছে?"

সন্ন্যাসী। আছে।

সুরেশ। অনুগ্রহ করে একবার দেখালে বড়ই কৃতার্থ হই।

স। তুমি এখন আর সেই সতীর প্রতিকৃতি দেখিবার উপযুক্ত নও।

সু। কেন?

স। তুমি যখন দারপরিগ্রহ করেও পরস্ত্রী লাভের আশায় বাটী হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ, তখন তোমার চিত্ত যে কলুষিত নয়, একথা কিরূপে বিশ্বাস করবো? অশুদ্ধ পুরুষ সতী স্ত্রীর দর্শন লাভ করিতে পারে না।

সুরেশ। অঞ্জনা যখন আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, তখন আর তাকে কিরূপে পরস্ত্রী বলা যেতে পারে?

সন্ন্যাসী। স্ত্রীলোক যেরূপ একের অধিক পতি গ্রহণ করলে তাকে লোকে ব্যভিচারিণী বলে, পুরুষও সেইরূপ একের অধিক পত্নী গ্রহণ করলে সেও ব্যভিচারী। তুমি সেই ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত।

সু। এতে কি আমার সাধ্বীপত্নী বর্জ্জনের পাপ হবে না?

স। না; তিনি তোমাকে পতিত্বে বরণ করতে পারেন, কারণ ইতঃপূর্ব্বে অন্য কেহ তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পান নাই। তাঁর ফাঁকা হৃদয় তোমায় স্থান দিয়াছে। তুমি তোমার পূর্ণ হৃদয়ে কিরূপে অপর স্ত্রীলোককে স্থান দিতে সক্ষম হবে? একজনকে না ছাড়লে অপরকে তো আর অপরকে সে স্থান দিতে পারা না। তোমার কি সেইরূপ ইচ্ছা?

সুরেশ। না।

সন্ন্যাসী। তবে আর অঞ্জনার কথায়

তোমার প্রয়োজন কি? তার প্রতিকৃতি দেখেই বা কি ফল?

সুরেশ। "আমাকে না পাইলে যে রমণী স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অভিলাষিণী, আমি কি একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে অভিলাষ করতে পারি না? যে আমার জন্য উন্মাদিনী, আমি কি তার জন্য জীবনের সকল সুখ, আশা, ভরসা দূরে নিক্ষেপ করে আবশ্যক হ'লে স্বীয় প্রাণ বিনিময়ে তার প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করতে পারি না? যে অঞ্জনার আমার প্রতি এত ভালবাসা বিদিত হ'বার পূর্ব্বেই তাকে লাভ করবার জন্য পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে দুর্ব্বিষহ দুঃখে অভিভূত করে এসেছি; যার দর্শন-লালসায় পতিব্রতা স্বীয় আত্মাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে এসেছি; যার পার্শ্বীয় সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হয়ে কত পর্ব্বত কত অরণ্য পদব্রজেই অতিক্রম করে সুদূর জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হয়েছি; যার কেবলমাত্র নাম ও গুণব্যাখ্যা শ্রবণ করে আপনাকে মৃত বলে আত্মীয় স্বজনের মনে ধারণা জন্মায়ে দিয়েছি; যার বুকভরা ভালবাসা, গালভরা হাসি দেখবার জন্য পিতৃলব্ধ ধন ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি; আজ তার প্রতিকৃতি নিকটে থাকতেও যদি একবার চক্ষে না দেখতে পাই, এর অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হতে পারে?

সন্ন্যাসী। প্রতিকৃতি দর্শন করলে তোমার মঙ্গল হবে না, তুমি অধীর হয়ে পড়বে।

সুরেশ। "প্রতিকৃতি না দেখান, ক্ষতি নাই; আমি যে পর্য্যন্ত না অঞ্জনার সাক্ষাৎ পাই, ততদিন দেশ বিদেশে অন্বেষণ করে বেড়াব। অবশেষে যখন দেখবো যে আমার মনোরথ সিদ্ধ হবার নয়, তখন আত্মাতাপে সকল জ্বালার অবসান করবো।"—সুরেশ এই কথা বলিবার পর, সন্ন্যাসী উত্তর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মহিমা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "বাবা! উনি যে আমাকে দেখে 'অঞ্জনা' বলে ভ্রম করেছিলেন, সে অঞ্জনা কি এরই কেউ হয়?" এই বলিয়া মহিমা একটী রমণীর প্রতিকৃতি সুরেশ ও সন্ন্যাসীর মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিলেন। প্রতিকৃতিটী দেখিয়া সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন "মহিমা তোমাকে এটি আন্‌তে বলিনি, তবে আনলে কেন?" মহিমা কহিলেন "আমার একটা কথা মনে পড়লো বলে আনলেম। আপনি যে আমার নিকট একবার গল্প করেছিলেন যে, এ স্ত্রীলোক বড় রূপবতী, এবং ইনি মনোমত পতি ভিন্ন কারেও বিবাহ করবেন না; আপনি এই ব্রাহ্মণ-যুবকের সঙ্গে এই স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতিটী মিলয়ে দেখুন দেখি, কেমন দেখায়। আমার বিশ্বাস যে, এর অপেক্ষা মিলন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

মহিমার কথা শুনিয়া সুরেশ আগ্রহ-সহকারে কহিলেন "প্রভু! একবার দেখি; অঞ্জনার প্রতিকৃতি দেখে জীবন সার্থক করি।" এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি

মহিমাকে কহিলেন "হাঁ মহিমা, আমি এই অঞ্জনারই নাম উচ্চারণ করেছিলেম।" মহিমা কহিলেন "তুমি অঞ্জনাকে কিরূপে চিনলে? আমাকে দেখে অঞ্জনা বলে চমকিত হয়েছিলে কেন? বাবার নিকট শুনেছি যে, কাশ্মীর প্রদেশে তাঁর পিত্রালয়, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে; তোমারও কি সেই দেশে বাড়ী নাকি? তিনি কি তোমার কেউ হন?"

সুরেশ কহিলেন "হাঁ মহিমা! শুনিতে পাই তিনি আমায় বড় ভালবাসেন।"

মহিমা। "তাঁর বিবাহ হয়েছে?"

সু। "তা জানি না।"

ম। "তুমি কি এতদিন দেশে ছিলে না?"

মহিমা এই কথা বলিবার পর সন্ন্যাসী কহিলেন "মহিমা! অতিথিকে অধিক প্রশ্ন করে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।"

সু। প্রভু! এতে আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না; মহিমাকে আমি যথার্থই আপন ভগ্নী অপেক্ষা অধিক ভালবাসি; মহিমা আমার জন্য নিজে বিপদে পড়তে কুণ্ঠিত হয়নি। মহিমা আমারি জন্য অঞ্জনার প্রতিকৃতিটী এনেছিল। নয়নভরে দেখতে না দেখতেই আপনি সেটী সম্মুখ হতে অন্তর্হিত করলেন।

ম। কেন বাবা! ছবিটা ওঁকে দেখতে দিচ্ছ না কেন?

স। তার কারণ আছে!

সু। প্রভু! আমায় একটীবার মাত্র দেখতে দিন; আমি আর অধিকবার দেখতে চাইব না।

স। আচ্ছা, আর একবার তোমায় ছবিটী দেখতে দেব।

—এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী সুরেশের সম্মুখে অঞ্জনার প্রতিকৃতিটী ধরিয়া কহিলেন "এই সেই অঞ্জনা—; আমিই এর সর্ব্বনাশ করেছি; দেখ দেখ, একবার জগদীশ্বরের সৃষ্টিনৈপুণ্য অবলোকন কর।"

সুরেশ ছবিটীর পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, মনে কত ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। একবারমাত্র প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যেন অঞ্জনার জীবনের সমগ্র ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন; তন্ময়চিত্ত হইয়া সেই প্রতিকৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"কেবা তুমি? কহলো সুন্দরী—
স্নিগ্ধদৃষ্টি ইন্দুমুখী হরিণ-নয়না;
মরি মরি শোভিতেছে কিবা মনোরমা—
দশক নম্বর-প্রান্তে দশক চন্দ্রমা!
ভেদিয়া বসন ছুটে কীণতনু আভা
করিবারে স্নানমুখী অপ্সরী-কন্যকা;
মিষ্টভাণে তুষ্টি-আণে মৃদু সমীরণ
ভাজিয়া কামিনীকুলে নিদাঘকালীন
উল্লাসে আপন মনে বহে অনুক্ষণ
মুছাইতে মুক্তানিভ স্বেদ-বিন্দু তব।
উদ্ভাসিত প্রফুল্লিত মুখ-পদ্মোপরি
বিরাজিত কেন হেরি কালিমার ছায়া।

বুঝি প্রাণ প্রিয়জন-বিরহ কারণ—
মলিনী নলিনীসম বিরসবদন।—"

—হঠাৎ সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন "সুরেশ! এই জন্যই তোমায় প্রতিকৃতি দেখতে দিতেছিলেম না এবং বলেছিলাম যে এতে তোমার বিপরীত ফল হবে"

সুরেশ যেন একটু লজ্জিত হইলেন। অবনত-মস্তকে উত্তর করিলেন "প্রভু! ক্ষমা করবেন; আপনি আমার উপকারের জন্যই নিষেধ করেছিলেন; এখন আমার যাতে অঞ্জনার সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তার উপায় করে দিতে হবে।" এই বলিয়া সুরেশ সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "তুমি আজকার মত আশ্রমে অবস্থান কর। এতদিন অঞ্জনা জীবিত আছেন কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। তারপর আরও অনেক বিষয় তোমার জেনে রাখা আবশ্যক।"

সন্ন্যাসীর আজ্ঞানুসারে সুরেশ যোগীজীর আশ্রমে অবস্থান করিলেন, এবং মহিমা সুরেশের আহারের উদ্যোগে গমন করিলেন।

বহুদিন অতীত হইল আমরা অমিয় ও অমলাকে বন্ধুদিয়া গ্রামে বিধুবাবুর শান্তিনিকেতনে রাখিয়া আসিয়াছি: এখন দেখা যাউক,—

অসহায়া সুবালা বিরহ-বিধুরা
কিরূপে যাপেন দুঃখে দিবা বিভাবরী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ ধাড়রা।

প্রাতঃকৃত্য।

প্রাতঃপ্রণাম (১)

(ঈশ্বরপ্রণাম।)

সমুদ্ভবন্তি জীবন্তি বিলীয়ন্তে চ দেহিনঃ।
যতো বেদ চ যস্মিংশ্চ তস্মৈ বিশ্বাত্মনে
নমঃ নমঃ॥

এ অখিল ভূতচয় যাঁহা হ'তে সৃষ্ট হয়,
সুরক্ষিত যাঁর করুণায়,
লীন হয় অবশেষে পুন সেই প্রেমদেশে,
নমস্কার সেই বিশ্বাত্মায়॥১॥

শরণমশরণানাং কারণং কারণানাং
স্তুতিপথমতীতং দৈবতং দৈবতানাং।
অভয়মমৃতমেকং নিষ্কলং নির্মলং তং
পরমপুরুষমীশং প্রপ্রকাশং প্রপদ্যে॥২॥

অমৃত অভয় এক নিষ্কল নির্মল,
ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়ের স্থল,
সর্বকারণের যিনি অনাদিকারণ,
দেবের দেবতা যিনি পরমার্থ ধন,

(১) এই প্রকরণে যথাক্রমে—ঈশ্বর-প্রণাম, মাতৃপ্রণাম, পিতৃপ্রণাম, আত্মীয় গুরুপ্রণাম, বিদ্যাদাতা গুরুপ্রণাম, পুণ্যশ্লোক-প্রণাম, ঈশ্বর-প্রণাম, প্রার্থনা ও ঈশ্বর-স্তোত্র প্রদত্ত হইল।

বাক্য মন হারি মানে স্তম্ভিতপানে যাঁর,
স্বপ্রকাশে সে ঈশ্বরে করি নমস্কার ।২।

সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বসাক্ষী
স্থূলে সূক্ষ্মে বিশ্বতো ব্যাপ্তরূপঃ।
নিত্যো নিত্যো বুদ্ধিদানন্দশান্তঃ
বন্দে দেবং সর্ব্ববিস্তারণং তম্ ।৩।

অদ্বৈত অনন্ত সত্য নিত্য নিরঞ্জন,
সর্ব্বাধ্যক্ষ যিনি, যাঁর সর্ব্বত্র গমন,
স্থূলে, সূক্ষ্মে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত চরাচরে,
সর্ব্বসাক্ষীরূপে যিনি সবার ভিতরে,
শান্তিধাম, শাশ্বত আনন্দশান্তিধাম,
সর্ব্ববিস্তারী সেই বিভুরে প্রণাম ।৩।

যন্মঙ্গলং যৎকরুণাক্ষি বিশ্বে
ক্ষরন্ত্যজস্রং পরমাণবোঽপি।
তং জীবন্ধুং ভবসিন্ধুনাথং
কারুণ্যসিন্ধুং শতশো নমামি ॥৪॥

অশ্রান্ত করুণা যাঁর অনন্ত মঙ্গল-
অণু পরমাণু হ'তে ঝরে অবিরল,
জীবন্ধু দয়াসিন্ধু ভবসিন্ধুপতি,
সেই ঈশ্বরের পদে সহস্র প্রণতি ।৪।

অসীমমাহাত্ম্যমচিন্ত্যশক্তিং
মহাবিধাতং শিবকল্পবৃক্ষম্।
গুরুং ভক্তানাং শরণং ভয়েকং
পরাৎপরং বিশ্বপতিং নমামি ॥৫॥

অপার মহিমা যাঁর অচিন্ত্য শকতি,
নিখিল জীবের যিনি একমাত্র গতি,
শুভবিধাতা যিনি শিবকল্পতরু,
সকলের গুরু যিনি সর্ব্বোপরি গুরু,
ধ্রুবা হ'তে শ্রেষ্ঠতর নাহি কিছু আর,
সেই বিশ্ববিধাতারে করি নমস্কার ।৫।

(মাতৃপ্রণাম।)

পরারাধ্যতমাং ব্রহ্মে মাতরং সর্ব্বদুঃখঘ্নাম্।
সর্ব্বসহাং সর্ব্বধাত্রীং সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ীং সতীম্ ॥১॥

সুধাময়ীং মুদা বন্দে সদা স্নেহময়ীং শিবাম্।
পুত্রধাত্রীং প্রাণধাত্রীং পুত্রপ্রাণাধিদেবতাম্ ॥২॥

ভক্তিঃ শক্তির্গতির্মুক্তির্যৎসেবা তনয়স্য মে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ মাতৃদেব্যৈ নমোনমঃ ॥৩॥

পরারাধ্যতমা সর্ব্বদুঃখঘ্না সতী,
সর্ব্বধাত্রী শিবা ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তিমতী,
পুত্রধাত্রী প্রাণধাত্রী পুত্রের দেবতা,
সর্ব্বসহা সুধাময়ী স্নেহময়ী মাতা,
যাঁর সেবা মোর শক্তি ভক্তি মুক্তি গতি,
সেই জননীর পদে সহস্র প্রণতি ।১২।৩।

যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ দেহেন বর্দ্ধতে।
তাং সাক্ষাদীশ্বরীং বন্দে মাতরং পুনঃ পুনঃ ॥৪॥

যাঁর গর্ভে করিয়াছি জনম গ্রহণ,
সদা যাঁর স্নেহে করি জীবন ধারণ,
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী তিনি জননী আমার,
তাঁর পদে বার বার করি নমস্কার ।৪।

'মা'-নামকীর্ত্তনাদেব লীয়তে সর্ব্বযাতনাঃ।
তাং সাক্ষাৎ পরমাং শান্তিং কোটিকৃত্বো নমাম্যহম্ ॥৫॥

মা বলে ডাকিলে সব যাতনা জুড়ায়,
এমন পরমা শান্তি কি আছে কোথায়?
নতশিরে ভক্তিভরে চরণে তাঁহার,
বার বার কোটিবার করি নমস্কার ।৫।

সর্ব্বদেবময়ী মা হি সর্ব্বতীর্থময়ী চ মা।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী মা চ তস্মৈ মাত্রে নমোনমঃ ॥৬॥
সর্ব্বতীর্থ-ধর্ম্ম-সর্ব্বদেবের আধার
যিনি, সেই মার পদে করি নমস্কার ৬।

প্রসীদ দেহাত্মমনঃস্তকুণ্ঠং
প্রাণাস্তদুঃখাদপি দুঃসহানি।
দুঃখানি যা সংসহতে সুতার্থে
পাদাম্বুজং ধ্যায় মনস্তদীয়ম ॥৭॥
দেহ-আত্মা-মন-প্রাণ করি' সমর্পণ,
সহেন মরণাধিক দুঃসহ বেদন,
পুত্র তরে অকাতরে যেন যিনি প্রাণ,
তাঁর পাদপদ্ম মন! সদা কর ধ্যান।৭।

তব সর্ব্বাশুনাশীর্বা মর্ম্ম ভিত্বা বিনির্গতা।
সৈব সাক্ষাদ্ ভগবতঃ করুণা তনয়স্য মে ॥৮॥
হে মাতর্মহিমানং তে কিমু জানামি মূঢ়ধীঃ।
দেহি পাদরজো মূর্দ্ধ্নি গৃহাণ প্রণতিং মম ॥৯॥
প্রাণভরা বুকচেরা আশীষ তোমার,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর-কৃপা তাহাই আমার;
মূঢ় আমি কি জানি মা! মহিমা তোমার,
শিরে দাও পদধূলি লহ নমস্কার ৮।৯।

(পিতৃপ্রণাম।)

নমঃ সদাশুতোষায় সর্ব্বাহ্লেচতরায় তে।
সদা পরাধক্ষমিণে নমস্তে পিতরীশ্বর ॥১॥
অন্নদাত্রে জ্ঞানদাত্রে সুখায় সুখদায় চ।
নমস্তে সুতকল্যাণস্নেহকারুণ্যসিন্ধবে ॥২॥
দুর্লভং মানুষমিদং ত্বং প্রদাদাদ্যপুর্যম।
সহস্রকৃত্বশ্চরণৌ পিতস্তে প্রণমাম্যহম ॥৩॥
তব সম ক্ষমাশীল পিতঃ! কেবা আছে?
সর্ব্ব অপরাধে ক্ষমা পাই তব কাছে।
আশুতোষ সর্ব্বদাতা সর্ব্বসুখাকর,
অন্নদাতা জ্ঞানদাতা তুমিই ঈশ্বর;
সন্তানে কল্যাণ-স্নেহ-করুণা-সাগর,
ত্রিদিব হ'তেও পিতঃ! তুমি উচ্চতর;
এ দুর্লভ নরদেহ তোমারি কৃপায়,
সহস্র সহস্রবার নমি তব পায় ।১।২।৩।

সর্ব্বাশুঃকরুণাশীভিঃসাধ্যানাঞ্চ সাধনৈঃ।
পাতমানায় পুত্রার্থে কৃপাধারায় তে নমঃ ॥৪॥
পুত্রে কর আশীর্ব্বাদ ভরিয়া ভরিয়া,
অসাধ্য সাধন কর পুত্রের লাগিয়া;
এ অধম সুতে তব করুণা অপার,
বার বার ও চরণে করি নমস্কার।৪।

মোহান্ধকারেষু নবো বিবস্বান্
সর্ব্বার্থদানেষু চ কল্পবৃক্ষঃ।
সুতস্য সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্ত্বং
গুরুত্তম! পাদরজো প্রণামি ॥৫॥
অজ্ঞান-আঁধারে তুমি নব বিভাকর,
সর্ব্বার্থ প্রদানে তুমি কল্পতরুবর,
পুত্রের ঈশ্বর তুমি গুরুর প্রধান,
তব পাদপদ্ম পিতঃ! সদা করি ধ্যান ৫।

(একত্রে মাতাপিতার প্রণাম)

কারুণ্যমূর্ত্তেঃ পরমেশ্বরস্য
তনেহবতারৌ সুত-জীবনায়।
অস্থ্যদেহে রসধাতুরূপী
স্নেহো যয়োস্তৌ পিতরৌ নমামি ॥৬॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর-কৃপা তবে অবতরি'
দেখা দিল মাতা-পিতা-যুগ্ম রূপ ধরি;
সুত-দেহে রসধাতু যাঁহাদের স্নেহ (১),
জীবের জীবনী শক্তি হেন আছে কেহ?

(১) 'রসধাতু'—শরীরস্থ সাতটী পদার্থ, যথা;—(১) রস, (২) রক্ত, (৩) মাংস, (৪) মেদ, (৫) অস্থি, (৬) মজ্জা, (৭) শুক্র।

সেই মা তা-পিতা যুগ্ম-দেবতা-চরণে
বারবার নমস্কার ভক্তিপূর্ণ মনে।৩।

(মন্ত্রদাতা দীক্ষা গুরুর প্রণাম)*

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে
নমঃ ॥১॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারে যিনি নিরন্তর
ব্যাপিয়া আছেন এই বিশ্ব চরাচর,
হেরি সে বিভুর পদ যাঁহার কৃপায়,
নমস্কার করি সেই শ্রীগুরুর পায়।১।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-
সংজ্ঞিতম্ ॥২॥

যাঁহার অমৃতময় অপূর্ব্ব বচন
সংসারের পাপ তাপ করে নিবারণ,
সেই ইষ্টদেবরূপী গুরুর চরণে
নমস্কার করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে।২।

যস্য গত্বা ন শোচন্তি যেন হৃদ্বস্তু লভ্যতে।
নমস্তস্মৈ সদ্গুরবেঽচিন্ত্যশক্তয়ে ॥৩॥

যাঁহারে লভিলে শোক চিরতরে যায়,
সেই ব্রহ্ম লাভ হয় যাঁহার কৃপায়;
অচিন্ত্যশক্তি সেই গুরুর চরণে
বার বার নমি আমি পুলকিত মনে।৪।

(বিদ্যাদাতা আচার্য্য গুরুর প্রণাম)

বিদ্যাধর্ম্মসদাচারশৌচসংযমশিক্ষকম্।
আচার্য্যং প্রাঞ্জলির্বন্দে জ্ঞানকল্পতরুং
গুরুম্ ॥১॥

বিদ্যা, ধর্ম্ম, সদাচার, শুচিতা, সংযম,
শিখান ছাত্রকে যিনি হেরি পুত্রসম,
জ্ঞানকল্পতরু সেই আচার্য্য-চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে আমি প্রণমি সযতনে।১।

কায়েন মনসা বাচা সদা শিষ্যহিতে রতম্।
অভিন্নং পিতৃতো বন্দে ভক্ত্যা বিদ্যাপ্রদং
গুরুম্ ॥২॥

কায়মনোবাক্যে যিনি ভাবেন কেবল
সতত একান্তভাবে ছাত্রের মঙ্গল;
সেই বিদ্যাদাতা, পিতা, অভেদ উভয়ে,
তাঁর পদে নমি আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে।২।

অশেষজগদৈশ্বর্য্যং কলাং নার্হতি যৎপদম্।
যজ্ঞোপদেশরত্নস্য তমাচার্য্যং নমাম্যহম্ ॥৩॥

ত্রিলোকীর মাঝে আছে যতেক বৈভব,
যার তুলনায় তুচ্ছ হয় সেই সব; (১)
হেন জ্ঞানরত্ন পাই যাঁহার কৃপায়,
নমি সেই বিদ্যাদাতা আচার্য্যের পায়।৩।

স্নেহং চ যত্নং চ দয়াং ক্ষমাং চ
সর্ব্বাত্মনা মঙ্গলচিন্তনং চ।
পিতেব মাতেব করোতি শিষ্যে
যস্তং গুরুং ভক্তিভরেণ বন্দে।৪।

স্নেহ, যত্ন, ক্ষমা, দয়া ছাত্রের উপর
পিতা-মাতা-সম যাঁর রহে নিরন্তর;
সর্ব্বভাবে চান যিনি ছাত্রের কুশল,
বন্দি সেই আচার্য্যের চরণকমল।৪।

(একসঙ্গে মন্ত্রদাতা ও বিদ্যাদাতার প্রণাম।)

দুরীকরোতি কুমতিং বিমলীকরোতি
চেতশ্চিরন্তনমঘঞ্চ লুনীকরোতি।

* এই প্রকরণে ১ম ও ২য় শ্লোক প্রাচীন।

(১) "একবর্ণাক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী-
ভবেৎ।"

একবর্ণ শিখে যদি গুরুর কৃপায়,
বিশ্ব ভরে হেন ধনী থাকে কার হায়।
হেন ধন নাহি ভবে যা দিয়া যাঁহারে,
শিষ্য শোধিবারে পারে।

প্রীতঃ চ কামপি দদি সকটীকরোতি
বাণী মমোঃ পুলকিতোহস্মি নতো
ভক্ত তৌ॥

তাঁহাদের উপদেশ করিলে শ্রবণ,
নষ্টহীন দুষ্ট বুদ্ধি, পূত হয় মন ;
সঙ্কিত দুরিত দূরে করে পলায়ন,
অপূর্ব্ব আনন্দে আত্মা হয় নিমগন,
মন্ত্রদাতা, বিদ্যাদাতা উভয়ের পদে
পুলকিত চিতে আমি নমি পদে পদে ॥

(ক্রমশঃ)

দার্জ্জিলিঙ ভ্রমণ।

দুর্জ্জয়লিঙ্গ।

দার্জ্জিলিঙ্গের অধিকাংশ স্থানই পূর্ব্বে মহা অরণ্যে আবৃত ছিল। ভুটিয়া, পাহাড়ীয়া, ও নেপালীরেরাই এখানে বাস করিত। এখনও দার্জ্জিলিঙ্গে তাহাদেরই অধিক আধিপত্য। সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানের মহারাজেরই এখানে আগমন হয়। স্থানের অপূর্ব্ব রমণীয়তাই তাঁহার এ নির্জ্জন স্থানে বাসের কারণ। বর্দ্ধমানের মহারাজই দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিবের নামানুসারেই পূর্ব্বে এ স্থান দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু এই অপূর্ব্ব রমণীয় পাহাড় ভূমি ইংরেজের লোলুপদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইংরেজেরা দুর্জ্জয়লিঙ্গের সে সুগভীর নির্জ্জনতা এবং সে প্রকৃতিগত রমণীয়তা বিনষ্ট করিয়া সেখানে একটি মনোহর কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র সহর রচনা করিয়া লইয়াছেন। তদবধি দুর্জ্জয়লিঙ্গই দার্জ্জিলিং নামে বিখ্যাত হইয়াছে। "অব্‌জারভেটরি হিল" নামে একটি উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে মহারাজা শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে এখন দুর্জ্জয়লিঙ্গের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয় না। একটি ভগ্ন ত্রিশূলখণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া এখনো সেখানে রীতিমত পূজা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। একটি পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ত্রিশূলের পূজক। এখানে পাহাড়ীয়া লোকেরই অধিক সমাগম হয়। ধূপ, দীপ, সিন্দুর, সুপারী, কলা ইত্যাদি জিনিস সেই ত্রিশূলের সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিশূলের চারিদিকে নামাঙ্কিত বহুল পতাকাশ্রেণী সেই পূত স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। পাহাড়ীয়া জাতি অতি অসভ্য ও বর্ব্বর, কিন্তু এই অসভ্য জাতির শিব-ভক্তি অতি আশ্চর্য্য।

অব্‌জারভেটরী হিলের নীচেই একটি অতি প্রাচীন গুহা। স্থানবাসী ইংরেজরাও এই গুহার আদি অন্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। গুহার উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—কোনটি ভগ্ন, কোনটি অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় দর্শকের মনে ভয়ানক ভীতির

সকার করে। এই গুহা-সংলগ্ন একটি অনতিপ্রশস্ত গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই অপূর্ব্ব গুহার অন্যাংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

গুহার বাহিরে বহুসংখ্যক মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছোট ছোট শিব-লিঙ্গ পতিত রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গগুলি দেখিতে অতি সুন্দর এবং এগুলি সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত। এই ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গের উপরে অসংখ্য কারুকার্য্য! এমন কারু-কার্য্য-খচিত শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই গুহার সম্মুখে কেহ কেহ যে শিবপূজা করিয়া থাকেন, এই শিব-লিঙ্গই তাহার সত্যতা প্রচার করিতেছে। এই গুহার সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহ অতিশয় নির্জ্জন ও রমণীয়। এই গুহা হইতে ছোট ছোট প্রায় পঞ্চাশটি প্রস্তরের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া অব্জারভেটরি হিলে উঠিতে হয়।

জলাপাহাড়।

দার্জ্জিলিঙ্গের অন্য একটি উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গকে জলাপাহাড় কহে। জলাপাহাড় যেমন নির্জ্জন, তেমনি মনোরম। এখানে কতকগুলি মেম সাহেব ও গোরা সৈন্য ব্যতীত অন্য কেহ বাস করে না। এই উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে সমস্ত দার্জ্জিলিং সহর নয়ন-গোচর হয়। জলাপাহাড় সমস্ত দার্জ্জিলিং সহরের সৌন্দর্য্যরাশি দর্শকের চক্ষে ঢালিয়া দিয়া আপন উচ্চতার মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। দর্শকেরা এই জলাপাহাড়ের উপরে আরোহণ করিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখিতে পায়। জলা-পাহাড়ের নিম্নভূমি যেমন সুন্দর, ইহার উপরের শান্তিরসও তেমনি সকলের উপভোগ-যোগ্য।

এই জলাপাহাড়ের উচ্চতার অধিকাংশ সময়েই মেঘাবরণে আবৃত। অনেক সময় মেঘমালা ধূমবর্ণ আপন পক্ষের ভিতর জলাপাহাড়ের শোভাসৌন্দর্য্য, সহরের সুন্দর দৃশ্য ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উজ্জ্বল ছবি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই ঘটনাই সহরের মুখাগ্নি এবং দিগন্তপ্রসারিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অনন্ত-সৌন্দর্য্যময় ছবি দর্শনের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। কিন্তু সুপ্রালোকে মেঘাবরণ ভেদ হইলে জলাপাহাড়ের উপর হইতে দেখা যায় না এমন দৃশ্য অতি বিরল।

শ্রীঅমৃতাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

সংকল্প।

(১)

দৈন্য জড়তা আজ দূরে ফেলে দিয়ে,
দাঁড়াইব বিশ্বের সভায়—
মুছিব নয়ন খুলে, মুছি অশ্রুজল
করিব না আর হায় হায়!
যে টুকু শকতি আছে মরমে তাহারে

ধৈর্য্য করে রাখিব না চাপি ;
দাঁড়াইব হে দেবতা—উঠিব এবার
দাঁড়াইব বীরদাপে দাপি।

(২)

মোদের অস্তিত্বটুকু তিল তিল করে
দিন দিন যেতেছে হারায়ে,—
শির পাতি লইয়াছি দাসত্ব-মুকুট,
গৃহলক্ষ্মী ঠেলিয়াছি পায়ে।
সে মুকুট ফেলে দিব—করিব তাহারে
আপনার চরণে দলিত ;
দাঁড়াইব হে দেবতা, আপনার পায়ে
গর্ব্বভরে, হে চিরবাঞ্ছিত !

(৩)

আমার এ কামনার পথে আছে আজি
বিঘ্নবাধা পর্ব্বতসমান,
ক্রোধোদীপ্ত আঁখি শত, ভ্রূকুটি ভীষণ,
তাড়নার আছে বাক্যবাণ !
মুমূর্ষুর হাসি সম—তার প্রতি আজ
উপেক্ষার হাসিব ভীষণ,
দাঁড়াইব হে দেবতা—সংগ্রামের মাঝে
দাঁড়াইব—এই মোর পণ !

(৪)

যতই চাপিবে তারা, হইয়া পেষিত,
করিব হে বেশী অধিকার
সেই স্থান, যার তরে করে দিবানিশি
স্বার্থ যুদ্ধ, এত হাহাকার।
শুধু প্রতিবাদ নহে—লয়ে আত্মবল
এ আত্মায় রাখিব স্বাধীন,
দাঁড়াইব, হে দেবতা, তোমার দুয়ারে
নতশিরে তোমার অধীন।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনের উক্তি।

১। স্ত্রীলোককে মর্ম্মাহত করিতে হইলে তাহার স্নেহ-বৃত্তিতে আঘাত কর। —ওয়ালেস্।

২। স্ত্রীলোকের হস্ত যত অলস, তাহার হৃদয় তত ব্যাপৃত।—ডুবে।

৩। স্ত্রীলোক তাহার স্ত্রী-চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান হউক।—লাম্ব।

৪। পুরুষ যতদূর দেখিতে পায়, স্ত্রীলোক তত পায় না; কিন্তু স্ত্রীলোক যাহা দেখে, তাহারা নিমিষে দেখে। —বকল।

৫। স্ত্রীলোকের [illegible] ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু একটু ছায়াপাতেই তাহা ধ্বংস হয়।—জর্জ্জ ইলিয়ট।

৬। সৌন্দর্য্য সুরা অপেক্ষা অপকৃষ্ট; ইহাকে যে ধারণ করে ও যে দর্শন করে, ইহা সে উভয়কেই উন্মত্ত করিয়া তুলে। —জিমারম্যান।

৭। স্ত্রীলোককে রক্ষা করা যত কঠিন, কেল্লা, বাস্তু-দেবতা বা আর কাহাকে রক্ষা করা, তত কঠিন নয়।—আরেক্-সিস।

৮। দুর্ব্বলতা স্ত্রীলোকদের নিজস্ব অস্ত্র, ইহা যখন তাহারা আশ্রয় করে, তখনি

তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী।—ম্যাডাম-ডেস্টাঁ।

৯। আহার পান ব্যতীত বাঁচা এবং স্ত্রীব্যতীত পুরুষের জীবন ধারণ করা সমান।—শুথার।

১০। নারী যদি পুরুষকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া থাকেন, এতকাল তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সে ক্ষতি পূরণ হইয়াছে।—সেলডেন।

১১। সুন্দরী রমণী চক্ষু বিনোদন করে, সতী নারী হৃদয় রঞ্জন করে। একটী রত্ন, আর একটী রত্নভাণ্ডার।—১ম নেপোলিয়ন।

১২। আমাকে ভাল মা দেও, আমি ভাল জাতি প্রস্তুত করিয়া দিব।—ঐ।

ফুলার-বন্দনা।

"চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

১

ছিপ বঙ্গে ছোট লাট
পাতিয়া আসন পাট
বিরাজিছে শশী যথা পূর্ণিমা-নিশায়;
রাজার স্বজন জাতি,
রাজার পরম জ্ঞাতি,
নমঃ নমঃ নরোত্তম-পদ-পাদুকায়।

২

আহা সে পুরুষবর,
না জানি কেমনতর,
কিবা আঁখি নাসা, ভুরু কিবা তার ঠোঁট;
কিবা তার সাধ আশা,
কেমন আলাপ ভাষা,
কিবা তার পেণ্টুলুন কিবা তার কোট্!

৩

কিছুই জানিনা তার,
তবু এ কি চমৎকার,
শয়নে স্বপনে চিত্ত তাতেই মগন;
কৈগো সে দেবের অংশ,
উজলি ইংরাজ-বংশ,
আসিয়াছে ধরাতলে দিতে আলিঙ্গন?

৪

সরল পবিত্র মন,
স্নেহ প্রীতি-পরায়ণ,
আপনি ঢেলে দেছে মানবের হিতে;
বাঙ্গালি সামান্য নয়—
অকৃতজ্ঞ দুরাশয়,
মহত্ত-মহিমা তাই পারে না বুঝিতে!

৫

বাঙ্গালী-রক্তে পীলে,
কাটে ক্ষুদ্র চড় কীলে,
বাঙ্গালীর মাথা কাটে মধুর আঘাতে;
বিভীষণ শব্দ তুলি—
"বন্দে মাতরং" বুলি
বাজে পাছে বাঙ্গালির সুকোমল দাঁতে;

৮

শোন সুধী শাস্ত্রমতে,
"স্নেহঃ পাপসাশঙ্কতে" *
সদাই ব্যথিত প্রাণে তাই মহামতি
গোল বাঁধিবার কালে
পাঠাইলা বরিশালে
গোলা গুলি লাঠি সহ সেনা সেনাপতি।

৯

সে তপ্ত নয়ন-ভঙ্গি
সঙ্গীন-শাসন লজ্জি,
"বন্দে মাতরম্" যদি ছাইল গগন ;
কাজেই ত্যজিয়া ক্রীড়া,
আরম্ভিল রণক্রীড়া—
সে কেবলি রক্তপাত—বধেনি জীবন।

১০

কেবলি লইল সাথে
সস্নেহে সুরেন্দ্রনাথে
উদার ইমারসন মধুর হাসিয়া ;
চটি কথা শুনাইল,
"লীডারে" ফেলত দিল,
রজতের খণ্ড মাত্র লইল মাগিয়া।

১১

ছাড়িত কি সেনাপতি
অথবা ইমারসন,
অবাধা নিরস্ত্র বঙ্গ-সন্তানে এবার ?—
মেঘের আড়াল থেকে
কে যে গো উঠিল ডেকে,
"নেটিভের হত্যা আজ নেভার নেভার !"

১২

—সেতো আর কেহ নয়,
আমাদেরি দয়াময়—
ছিল বাঙ্গালার সেই ছোট মহাপ্রভু
নব ইন্দ্রজিত-লীলা
কলিকালে দেখাইলা,
পাষণ্ডে কলঙ্ক ঘোষে শত মুখে তবু !

১৩

না হয় স্বদেশভক্ত
ঢালিয়াছে কিছু রক্ত,
কপী চিত্তরঞ্জনের গেছে কিছু মাথা ;
না হয় কুলের নারী
রাজপথে—ভগ্নসারি,
ভয়ত্রস্তা মৃণালসমা ছুটেছে অনাথা ;

১৪

না হয় বিলিতি দাদা
বকিতে দিয়েছে বাধা,
না হয় সুরেন্দ্রনাথ সেছে জরিমানা,
তা ব'লে বাঙ্গালি ! তোর
কেন এত মুখ-জোর—
সহেনি কি নিত্যানন্দ কলসীর কাণা ?

১৫

আজি ছোট মহামতি
দিতেছেন অনুমতি
"বন্দে মাতরম্ গাহ যেখানে সেখানে ;
মাইভ রে বঙ্গবাসী !
ঘুচিল তোদেরি মাসী,
আমি ভ্রাতা মাসতুতু, গেপে রাখ্ পাপে ;

১৬

"স্বদেশীতে চালি চিত্ত
লহ ধর্ম মোক্ষ বিত্ত,

* স্নেহঃ খলু পাপসাশঙ্কতে।

দেশীয় কলম কালি কাগজ লইয়া
স্বদেশী পুস্তক লেখ,
ফুলাহে স্মরণ রেখ,
অন্য ভাব পাপগ্রস্ত—বশিষ্ট মরিয়া"

১৫

ছিন্ন বস্ত্রে ছোটলাট!
পাতিয়া আসন পাট,

উজলিছে চন্দ্রকলা যেন পূর্ণিমায়
বাঙ্গালা হয়েছে ধন্য,
বাঙ্গালি কৃতার্থমন্য,
পুণ্যবান্, কীর্ত্তিমান্, লভিয়া তোমায়।

১৩১৩ সাল।
২৭শে বৈশাখ
রবিবার।

কস্যচিৎ
বঙ্গ-সন্তানস্য,
জেলা যশোহর।

রসায়ন।

মার্শ গ্যাস্ বা জলা-বাষ্প।

সাঙ্কেতিক নাম CH_4; মৌলিকাণুর ভার ১৬।

শতাংশিকের উষ্ণতায় ভার ৮।

ইহা ১ ভাগ অঙ্গার ও ৪ ভাগ হাইড্রোজেন সংযোগে উৎপন্ন হয়; এ নিমিত্ত ইহাকে চতুরুদ্-অঙ্গার গ্যাস কহিয়া থাকে। এবং C_2H_6 অপেক্ষা কার্ব্বন কম আছে বলিয়া ইহাকে লাইট্-কার্ব্বুরেটেড হাইড্রোজেন (Light carburetted Hydrogen) কহে। প্রোটোকীন বন্ধ জলাশয়ে উদ্ভিদ পচিলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়; এইজন্য ইহাকে মার্শগ্যাস বা পুতিবায়ু বা আর্দ্র মেথিলিক হাইড্রাইড কহে। পাথুরিয়া কয়লার খনিতে এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া দীপস্পর্শে প্রবলবেগে জ্বলিত ও শব্দিত হইয়া সময়ে সময়ে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত করে।

ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহা জলে দ্রব হয় না এবং বিষধর্ম্মী নহে। প্রশ্বসিত হইলে ইহা দ্বারা কোনও অনিষ্ট হয় না। চাপ ও শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন আকারে আনা যায় না। ইহা দাহক নহে কিন্তু দাহ্য; শ্বেতার্চ্চিঃ হইয়া জ্বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহার আলোক উজ্জ্বল নহে। জ্বলিবার সময় যদি আপন আয়তন অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত অক্সিজেন অথবা ১০ গুণ পরিমিত বায়ু লাগে হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত শব্দিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহার জ্বলনে বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত জল ও দ্বাম্লঅঙ্গার উৎপন্ন হয়। কয়লার খনিতে যে জীবননাশ হয়, তাহা ঐ জ্বলনোৎপন্ন দ্বাম্ল অঙ্গার প্রশ্বসন দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

ইহা বায়ু অপেক্ষা, ৫৫৯ গুণ লঘু। পুতি-বায়ু উদ্জান অপেক্ষা ৮ গুণ ভারী হইলেও বায়ু অপেক্ষা এত লঘু যে ইহা

যায়। প্রোমমান-উজ্জ্বল কার্য্য সমাধা হইতে পারে। ইহা উদ্‌জান ভিন্ন সমুদায় পদার্থ অপেক্ষা লঘু।

প্রস্তুত-প্রণালী—(১) কোন পঙ্কিল পুষ্করিণীতে একটী প্রশস্ত-মুখ বোতল জলপূর্ণ করিয়া উপুড়ভাবে মগ্ন করিয়া তন্মিম্ন পক্ষ আলোড়িত করিলে CO_2 মিশ্রিত CH_4 বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। বোতল উঠাইয়া লইয়া তন্মধ্যে একখণ্ড আর্দ্র পটাস নিক্ষেপ করিলে ঐ পটাস দ্বারা CO_2 আকৃষ্ট হয়, পূতি-বায়ু অবশিষ্ট থাকে।

(২) সোডিয়ম্ এসিটেট্ ও কষ্টিক সোডা একত্র উত্তপ্ত করিলে সোডিয়ম কার্ব্বনেট ও CH_4 উৎপন্ন হয়; যথা—

$$Na\ C_2\ H_3\ O_2 + Na\ HO = Na_2\ CO_3 + CH_4$$

তৈলোৎপাদক বাষ্প।

সাঙ্কেতিক নাম $C_2\ H_4$. মৌলিক গুরুত্ব ১৮।

ইতিহাস—তৈলোৎপাদক বাষ্প উদ্‌জান অপেক্ষা ১৪ গুণ ভারী। ইহা ক্লরিণের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হইয়া তৈলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে বলিয়া, ওলন্দাজ রসায়ন-বেত্তারা ঐ বাষ্পীয় পদার্থটীকে ওলিফায়াণ্ট গ্যাস বা তৈলোৎপাদক বাষ্প নামে আখ্যাত করিয়াছেন। দুই ভাগ অঙ্গার ও চারি ভাগ উদ্‌জান রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হইলে তৈলোৎপাদক বাষ্প উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে চতুরুদ্‌জান অঙ্গার এবং কার্ব্বরেটেড হাইড্রোজেন (heavy carburretted Hydrogen) কহা যায়। ইহাতে মার্শ গ্যাস অপেক্ষা ১ ভাগ H অধিক আছে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ ও অদাহ্য। ইহা মার্শ গ্যাস অপেক্ষা উজ্জ্বলশিখ হইয়া জ্বলিয়া থাকে; ইহার দহনে CH এর সহিত বায়ুস্থ O সংযুক্ত হইয়া জল ও কার্ব্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯৮১ কেহ কেহ কহেন ইহার রসুনের ন্যায় গন্ধ আছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—

দুই ভাগ তেজস্কর গন্ধক-দ্রাবক ও এক ভাগ আল্‌কোহল মিশ্রিত করিয়া কাচের কুপীতে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে তৈলোৎপাদক বাষ্প উৎপন্ন হয়। এস্থলে আল্‌কোহলের সহিত $H_2\ SO_4$ মিশ্রিত হইয়া কোনও যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। কেবল আল্‌কোহলের জলীয় অংশ গন্ধক দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া বাষ্পাকারে ওলিফায়াণ্ট গ্যাস নির্গত হইয়া থাকে। যথা—$(C_2\ H_6\ O) + H_2\ S\ O_4 = (H_2\ S\ O_4\ H_2\ O) + C_2\ H_4$ অথবা $C_2\ H_6\ O - H_2\ O = C_2\ H_4$।

পরীক্ষা—

১। ইথিলীন পূর্ণ বোতল-মুখে দীপ লগ্ন করিলে ইহা উজ্জ্বল আলোক সহকারে জ্বলিতে থাকে।

২। ইথিলীনের এক আয়তন প্রমাণ

অম্লজন মিশাইয়া দীপ সংলগ্ন করিলে মহা শব্দিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে।

৩। একটী বোতলে সমান সমান আয়তন ইথিলীন ও ক্লোরাইন মিশ্রিত করিয়া বোতলটী কিয়ৎক্ষণ জলমগ্ন করিলে বোতলের অন্তর্গত গ্যাসদ্বয় সংযুক্ত হইয়া এক প্রকার তৈলজ পদার্থ জন্মিয়া জলের উপর ভাসিবে. ইহাকে ইথিলীন্ ক্লোরাইড্ কহে; উহার চিহ্ন এই $C_2 H_4 + 2Cl = C_2 H_4 Cl_2$।

৪। কোন বক্র বোতলে এক আয়তন ইথিলীন ও দুই আয়তন ক্লোরাইন মিশ্রিত করিয়া দীপ স্পর্শ করিলে (HCl) উৎপন্ন হইবে। অঙ্গার বোতলের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ আবরণের ন্যায় সঞ্চিত হয়। যথা $C_2 H_4 + 3O_2 = 2 CO_2 + 2H_2 O$

সেফ্‌টী ল্যাম্প বা নিরাপদ প্রদীপ।

উপযুক্ত উত্তাপ না পাইলে পুতিবায়ু জ্বলে না। এই বিষয়টী সার হেম্‌ফ্রী ডেবী সাহেব অবগত হইয়া বিপদ নিবারণ জন্য এক প্রকার সেফ্‌টী-ল্যাম্প অর্থাৎ রক্ষা-প্রদীপ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকর্ত্তার নামানুসারে ঐ দীপকে ডেবীস্ ল্যাম্পও কহিয়া থাকে। উহা লৌহ বা তাম্রতারের জাল নির্ম্মিত চোঙের আকারে খাঁচা বিশেষে স্থাপিত তৈলাধার দীপ মাত্র। পুতিবায়ু ঐ খাঁচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দীপলগ্ন হইলে ঐ খাঁচার মধ্যে থাকিয়াই জ্বলিয়া উঠে। উহার জ্বলনে তাপ উৎপন্ন হয়। তার সংস্পর্শে তাহার নিকার তাপ এত কমিয়া যায় যে বাহিরের পুতিবায়ু জ্বলিত হইতে পারে না, তজ্জন্য কোনও বিপদ ঘটে না। এরূপ ঘটনা হইবামাত্র সেই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত, যেহেতু খাঁচার মধ্যে পুতিবায়ু দীর্ঘকাল জ্বলিয়া তার সকল এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে তার-সংযোগস্থ বহির্ভাগের পুতিবায়ু জ্বলিয়া উঠে, তজ্জন্য ঘোরতর বিপদ হইতে পারে।

ডাক্তার সত্যপ্রিয় দত্ত।

বালক ধর্ম্মার্থীদিগের প্রতি।

দশবিধি।

১। প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজিবে ঈশ্বরে,
২। পিতামাতা গুরুজনে সেবিবে আদরে।
৩। ভাই বোন সঙ্গী সবে ভালবাসা দিবে,
৪। দীনে দয়া—সর্ব্বজীবে মমতা করিবে।
৫। সদুপায়ে বিদ্যাধন করিবে অর্জ্জন,
৬। আপন উন্নতিতরে হবে দৃঢ়পণ।
৭। আত্মদোষ পরীক্ষিয়া করিবে শোধন,
৮। ঈশ্বরচরণে ক্ষমা করিবে প্রার্থন।
৯। সময় অর্থের ব্যয় করিবে বিহিত,
১০। যথাকার দ্রব্য তথা রাখিবে সজ্জিত।

দশ নিষেধ।

১। মিথ্যাকথা কটুকথা কভু না কহিবে,
২। বিবাদ কলহ যথা, তথা না যাইবে।

৩। কুকথন-বাক্য কভু করো না হেলন,
৪। আলস্যে সময় বৃথা করো না হরণ।
৫। আপনার কাজ চাপা'ওনা অন্যোপরি,
৬। ঢাকো'ওনা কোন ব্রণ অপচয় করি।
৭। পরের দ্রব্যেতে লোভ করো না কখন,
৮। করো না কাহার হিংসা অনিষ্ট চিন্তন।
৯। অশুদ্ধ করো না দেহ—দেবে দেবালয়,
১০। মাদক ব্যসনে কভু দিও না প্রশ্রয়।

গরিলা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে গরিলাকে মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকেন, তাহার ছবি উপরে দেখ। ইহা সিম্পাঞ্জি নামক বনমানুষজাতীয় বলিয়া প্রথমে বিবেচিত হইত। কিন্তু জীবতত্ত্ব এসেন্ট হিলেয়ার নামক ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ইহাকে এক স্বতন্ত্র জীবশ্রেণী বলিয়াছেন। এই জীব পশ্চিম আফ্রিকায় আছে, বহুদিন

জনকৃতিতে ছিল; ১৮৪৭ সালে গরিলার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার উইলসন নামে এক মার্কিন মিসনরী গাবুনা নদীতীর হইতে বোষ্টন নগরের ডাক্তার সাভেজের নিকট ইহার এক মাথার খুলি পাঠাইয়া দেন। তিনি ইহার কঙ্কাল বা অস্থিদেহের কতক অংশও পান। তাহাদ্বারা সাভেজ স্থির করেন, ইহা একটি দীর্ঘাকৃতি বৃহৎ বানর; বঙ্কোন-আবিষ্কৃত আউয়াং আউটাং হইতে ইহা বিভিন্ন। অতঃপর এই জন্তুর পূর্ণ-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। মুসিয়ার ডু চাইলু "আফ্রিকার অভ্যন্তরের অন্বেষণ ও ভ্রমণ" নামে এক গ্রন্থে গরিলার বিষয় বর্ণন করেন। গরিলা ও সিম্পাঞ্জিতে প্রভেদ অনেক। গরিলা সিম্পাঞ্জি অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। পূর্ণবয়স্ক গরিলা ৫ কখনও ৬ ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের বল অসাধারণ। ইহাদের হস্ত ও পদের গ্রাস চোয়ালের শক্তিও অধিক। চক্ষুর উপরিস্থ অস্থিরেখা অধিক স্পষ্ট। ইহাদের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র, কিন্তু নাকের হাড় সিম্পাঞ্জির অপেক্ষা উচ্চ, ইহাতে মনুষ্যকঙ্কালের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য অধিক বোধ হয়। ইহাদের দন্ত, কর্ত্তন-দন্ত, ও কুক্কুরের দাঁত যদিও সুসজ্জিত নয়, তথাপি অনেকটা মানুষের দন্তশ্রেণীর ন্যায়। মুখমণ্ডলের উপরিভাগ মানুষের মত, কিন্তু নিম্নভাগ সূচলো। ইহাদের এক হস্ত হইতে অন্য হস্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫ ফুট, পায়ের দৈর্ঘ্য ১৩ ইঞ্চি। ইহাদের বক্ষিদেশ অন্য বানরের ন্যায় নয়, অনেকটা মনুষ্যাকৃতি। ইহাদের পা মানুষের পা অপেক্ষা খর্ব্ব হইলেও সিম্পাঞ্জি অপেক্ষা দীর্ঘ। ইহারা দাঁড়াইলে বাহু আজানুলম্বিত হয়। পায়ের তলা মানুষের মত ভ্রমণোপযোগী এবং পদের বুড়ো আঙ্গুল হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায়। হস্তের আকৃতি ও জোর অসাধারণ। হস্তের অঙ্গুলিগুলি খর্ব্ব অথচ মোটা। গরিলার চর্ম্ম দেখিতে কাল, কাল রোম নিম্নদেশ হইতে ক্রমে ফিকা হইয়া উঠিয়া মস্তক আবৃত করিয়াছে। মাথার চুল কটা। বাহুর রোম অধিক দীর্ঘ। মুখমণ্ডল রোমশ, কিন্তু বক্ষঃস্থল রোম-হীন। মুখগহ্বর বৃহৎ ও প্রশস্ত, ঘাড় নাই বলিলেই হয়। চক্ষু কোটরগত এবং মুখভঙ্গী ভয়ঙ্কর। ইহারা যদিও উদ্ভিদ-ভোজী, তথাপি অত্যন্ত পেটুক। ইহাদের লম্ফোদর সম্মুখে স্ফীত। গরিলারা কখন দলবদ্ধ হইয়া থাকে না। তাহারা ভূমিতে বাস করে, কিন্তু আহারান্বেষণে বৃক্ষে বৃক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা যেরূপ বলশালী, তাহাতে কোনও শ্বাপদ জন্তুকে ভয় করে না এবং নির্ভয়ে নিবিড় জঙ্গলে ভ্রমণ করে। উক্তদেশবাসী কাফ্রিরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। ইহারা প্রায়ই দোষ মানে না। ডু চাইলু গরিলা অপেক্ষা ছোট আর দুই বানরজাতির উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের নাম কুলো-

কাষ্ঠ এবং উদ্ভিদবোত। এই শেষ-জাতীয় বানর-মৃত পত্রদ্বারা একপ্রকার তন্ত্রাকার। আশ্রয়-স্থান নির্দ্দেশ করে, তাহা দেখিতে

দেশাচার।

শব-সংস্কার।

১। তিব্বতীয়েরা মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া হ্রদে নিক্ষেপ করে, তথায় মৎস্যগণ তাহা ভক্ষণ করে।

২। ব্যাকট্রিয়েরা কতকগুলি কুকুর পুষিত, মৃত আত্মীয়ের দেহ তাহাদেরই ভক্ষ্য ছিল।

৩। প্রাচীন নর্সেরা (নরওয়ে প্রভৃতি দেশবাসীরা) আত্মীয়ের সমুদায় সাজ-সজ্জার সহিত তাহার অশ্বসহ তাহাকে করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত।

৪। ইথিওপীয় জাতি শবদেহ হয় নদীতে নিক্ষেপ করিত, নচেৎ সোণার বা পোড়া মাটীর প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিত।

৫। বাবিলোনীয়েরা দাহক্রিয়াকে সূর্য্যদেবের অবমাননা মনে করিয়া মৃতদেহ মধুর কলসে ডুবাইয়া রাখিত।

৬। কানারী দ্বীপবাসীরা মৃতদেহ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে বার্ণিস করিয়া রাখিত।

৭। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের প্রস্তর-যুগের লোকে আপনারা যেরূপ পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত, শবকেও সেইরূপ গুহায় সমাহিত করিত।

৮। মিসরবাসীদের যেমন সংরক্ষিত শব ছিল, পেরু ও মেক্সিকোবাসীদের মধ্যেও সেইরূপ ছিল।

৯। গ্রীকদের মধ্যে দাহক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল। রোমকেরা সাধারণতন্ত্রের সময় শব গোর দিত, উত্তরকালে গ্রীক-প্রথা অবলম্বন করিয়া দাহ করিত।

১০। পার্সিরা দাখামা বা নীরবতার গৃহে শব রাখিয়া দেয়। শকুনীরা মাংস খাইলে এক মাসের মধ্যে অস্থিগুলি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এই কূপে বংশাবলীর দেহাবশেষ আছে।

১১। উনাল্কা ও হুটকা সাউণ্ড অধি-বাসীরা পাহাড়ের উপর শবের সমাধি দেয়। গোরের উপর প্রত্যেক পান্থ এক একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে।

১২। হিন্দুরা শব দাহ করে। পূর্ব্বে মৃত স্বামীর সহিত স্ত্রীরা সহমৃতা হইতেন। কোন কোন স্থলে রাজা বা বড়লোক মরিলে তাঁহার সহিত প্রিয় ঘোড়া ও দাসদাসীদিগকেও অগ্নিসাৎ করা হইত।

১৩। ব্রহ্মদেশবাসীরা শবকে বার্ণিস করা শবাধারে রাখিয়া প্রথমতঃ সুগন্ধি

চন্দনাদি কাষ্ঠের চিতায় পোড়ায়, তৎপরে দগ্ধদেহ মাটীতে পোঁতে।

১৪। আমেরিকার আদিমবাসীরা মৃত আত্মীয়ের শব গাছে টাঙ্গাইয়া দেয়, তথায় শকুনী প্রভৃতি খাইয়া ফেলে। কোন কোন জাতি মৃতদেহ উইলো শাখায় জড়াইয়া কার্পাস বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখে এবং তৎসঙ্গে খাদ্য, অস্ত্র ও তামাক দেয়। তাহাদের বিশ্বাস আত্মীয়ের দূর-দেশে শিকার বা ভ্রমণকালে এ সকলের প্রয়োজন হইবে।

১৫। চিনেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমি বাছিয়া তথায় শব সমাহিত করে। চিন-ভ্রমণ-জীবীরা যখন দূরদেশে যায়, তখন লেখা পড়া করিয়া যায় যে, তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের দেহ স্বদেশে পাঠাইতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষদের দেহ-পরমাণুর সহিত তাহাদেরও দেহ-পরমাণু মিশিবে এবং তাহাদের আত্মা পূর্ব্বপুরুষদের সহিত মিলিত হইবে। ইহা না হইলে তাহাদের আত্মা বিদেশে বিদেশীয়দিগের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে ও মহা ক্লেশ পাইবে!!

নূতন সংবাদ।

১। মাতাজি মহারাণী তপস্বিনী কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়া মহা-কালী পাঠশালা খুলিয়াছেন। তাঁহার কাশীর বালিকা-বিদ্যালয়েরও অবস্থা ভাল হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

২। আমের এই দুর্বৎসরে আকেয়ার দ্বীপে দু এক টাকায় ভাল আমের ঝুড়ি বিকাইতেছে, এটি সুখের সংবাদ।

৩। ইংলণ্ডের রাজা রাণীর ন্যায় যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীও বিবাহোৎসবে মাড্রিডে গিয়াছিলেন, তথা হইতে সিদার লইয়া লণ্ডনে আসিয়াছেন।

৪। বাবু প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি ৮০০, টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনি-সিপালিটির একটিন সেক্রেটারী হইয়া-ছেন। এ পদে দেশীয়ের এই প্রথম নিয়োগ।

৫। আফ্রিকার নেটালের ন্যায় সুদানেরও ইংরাজ-প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

৬। মতিলাল দা তাঁহার দশ বৎসরের বিবাহিতা স্ত্রীকে শ্বশুর বদন না আটকাইয়াছে বলিয়া নালিশ-বন্দী হয়। সম্প্রতি আইন অনুসারে বার বৎসরের কম বয়সের বালিকা স্বামীর নিকট থাকিবার উপযুক্ত নয়, এই যুক্তিতে আদালত কন্যার ভার তাহার পিতার হস্তে দিয়াছেন।

৭। মেলবোরণের এক কেরাণী একখানি পোষ্টকার্ডে ১০,১৬১টী শব্দ লিখিয়াছেন।

৮। আগামী ১লা জুলাই হইতে অণ্ডাল-সাঁইথা রেল লাইন খুলিবে।

৯। ঢাকার নূতন কলেজ নির্ম্মাণে ২লক্ষ, আর্টকলেজ গৃহনির্ম্মাণে ১,২৫,০০০ এবং কুর্জন হল নির্ম্মাণে ১লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

১০ লেপ্টনণ্ট কর্ণেল এন্ চাটুর্য্যি ব্রহ্মদেশের সর্ব্বপ্রধান "মেডিকাল অফিসার" হইলেন। দেশীয়ের পক্ষে এ পদ নূতন।

১১। ৪ই জুন সানফ্রান্সিস্কোতে দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প হইয়াছে।

১২। স্পেন যুদ্ধযাত্রে আর কয়েক জন আহত সৈনা ইংসেপাতালে মরিয়াছে।

১৩। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বাকরগঞ্জের জজ সুরেন্দ্র বাবুর "কোর্ট অবমাননার" আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৪। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী স্বনাম-ধন্য কৃষ্ণদাস পালের পুত্র বাবু রাধাচরণ পালকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। ইনি পিতার নাম রক্ষা করুন্।

১৫। স্পেনদেশীয় ২৮ বৎসরের ধনি-সন্তান মাটিও মরাল স্পেন রাজদম্পতীর আততায়ী বলিয়া ধৃত হয়। সে আত্ম-হত্যা করিয়াছে। তাহার সহচর অনেকে ধরা পড়িয়াছে।।

১৬। শিক্ষয়িত্রীদিগকে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা ও বাঁকিপুরে দুইটী আদর্শ শিক্ষয়িত্রী-কলেজ প্রতিষ্ঠা গবর্ণমেণ্টের স্থিরসিদ্ধান্ত। এই দুইটী কলেজের জন্য ইংলণ্ড হইতে দুইটী বিদুষী খ্রীষ্টীয় মহিলা প্রিন্সিপাল হইয়া আসিবেন।

১৭। ইহুদীদের প্রাচীন রাজধানী জরুসালেমের শেষ আদমসুমারিতে জানা যায়, তথায় এখন নানা দেশীয় ইহুদীর সংখ্যা ৬০,০০০, খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ৩০,০০০ ও মুসলমানের সংখ্যা ৫,০০০ মাত্র। ইহুদীরা স্বদেশ হারাইয়া পৃথিবী-ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

১৮। সুবিখ্যাত বহুদর্শী ইংরাজ ক্ষতচিকিৎসকদিগের সিদ্ধান্ত এই, ক্ষত-মুখে গন্ধ পশমের ধোঁয়া দিলে ক্ষতের বিষ-বীজ নির্ম্মূল হইয়া যায়। বিশ ত্রিশ মিনিট ধরিয়া ধোঁয়া লাগাইতে পারিলে যন্ত্রণার উপশম হয় ও রোগীর ক্ষতও পূরিয়া উঠে।

১৯। বাঙ্গলায় এসিয়াটিক সোসাইটীর ভাষাতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব তিন বিভাগ ছিল। ইহার সহিত চিকিৎসাতত্ত্ব নামে এক নূতন বিভাগ সংযুক্ত হইবে।

২০। এবার র‍্যাঙ্কেটে সিনিয়র বাঙ্গলার রাজন মাদ্রাজের এক সুবিখ্যাত ছাত্র। ৬ষ্ঠ বাঙ্গলার বীরেন্দ্রনাথ দেব এম এ মেদিনীপুরের এক দরিদ্রসন্তান।

২১। কস্তিমল এবং শ্রীরঙ্গমনায়ী যে দুইটী মাদ্রাজী যুবতী বি এ পরীক্ষো-ত্তীর্ণা হইয়াছেন, মহীশূরের মহারাণী এক দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ পুরস্কার দিয়াছেন।

বামারচনা।

চাতকের প্রাণ।

নিয়ে যা আমায় নিয়ে যা আমায়
তপনের দূত! নীলাকাশ গায়।
সংসার যে বড় আবিলতাময়,
পলে পলে করে মম আয়ুক্ষয়।
চাহি না ভাইরে এদেশে থাকিতে,
লয়ে চল মোরা পাখা দুটী পেতে।
সদানন্দ তুমি—উন্মুক্তপরাণ,
ভবের জঞ্জাল পায় নাকো স্থান,
তাই যাও নিতি নীলাম্বরপথে
অরূপের রূপৈকিরণের রথে।

(হায়!) সংসারের দুঃখী—শত শত জনে
দেখিয়া কি দয়া হয় না পরাণে?
(আহা!) প্রভাতে যখনি গগনে উষাও,
গীতি-সুধা ঢেলে জগত মাতাও,
বড় প্রাণ কাঁদে সেতে অই দেশে,
শোক-জ্বালা যাবে ও বায়ু পরশে।
অমরার আলো ম্লান নয় কভু;
ত্বরা লয়ে চল যথা মম প্রভু।

—ক্ষা।

পটুয়া, ২২ সেপ্টেম্বর—১৮৯২।

বিয়োগ-গাথা।

(কবি-ভগিনী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর অকালবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত।)

এত শীঘ্র ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন,
তোমার সংসার ফেলে
হায় কবি, কোথা গেলে?
ছাড়িতে সংসার-মায়া কাঁদিল না মন!
এমন নিঠুর হিয়ে,
বিষয়-বিরাগী হ'য়ে,
কোথা তুমি কেন হায়! করিলে গমন? ১

আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ তোমারি লাগিয়া
আকুল বিষাদে নিশি
কাঁদিতেছে দিবা নিশি,
স্মরিতে বিদায়-দৃশ্য উঠি শিহরিয়া।
তোমার আপন যাঁরা,
কেমনে আছেন তাঁরা,
ভাবিতে আমার প্রাণ যায় বিদরিয়া! ২

আছে সুখ আছে দুঃখ জগৎ ব্যাপিয়া,
তুমি কি ভগিনী হায়!
নিপীড়িত বেদনায়,
যাতনা উঠিল তব জীবন ছাপিয়া!!
তাই কি নিঃসঙ্গ-বেশে
চলিলে অচেনা দেশে,
নিত্য-শান্তি-পুণ্য-সুখ-তৃপ্তির লাগিয়া? ৩

প্রতিভায় প্রকাশিয়ে জীবন-প্রভাতে,
না সেবিতে সন্ধ্যা বায়ু
মধ্যাহ্নে ফুরাল আয়ু।
এই কি অদৃষ্ট-লেখা আছিল তোমাতে?
হায় কবি, এ জগত
নির্দ্দয় নিঠুর এত,
প্রয়োজন যারে, তারে পারে না রাখিতে। ৪

অন্তর-জ্বালায় হতে প্রকাশিলে যাহা,
বিষাদ বেদনা মাখা
সোহাগ লালিতা ঢাকা,
সাধের সঙ্গিনী যেই ছিল হেথা আহা!
কবিতা ভয়বুকে
অশ্রুভরা ম্লানমুখে,
সহিতে বিরহ তব রয়ে গেল তাহা! (৫)

জগতের সুখ দুঃখ করি দরশন,
একান্তে আপন মনে
রচিতে গো নিরজনে,—
তোমার সে গাথাগুলি মধুর কেমন!
প্রফুল্ল প্রশান্ত প্রাণ—
আর গাহিবে না গান,
আজ হ'তে শব্দহীন তব কুঞ্জবন। ৬

আই রবি-শশী-তারা আসিবে ফিরিয়া,
দিবস রজনী আর
আলোক ও অন্ধকার,
আসিবে আবার, তুমি রবে লুকাইয়া।
হাসিবে সংসারী জন,
হাসিবে গো ফুলবন,
তুমি আর দাঁড়াবে না মধুর হাসিয়া! ৭
তোমাকে বিদায় দিতে কেঁদে উঠে প্রাণ।
তোমার সঙ্গিনী মোরা
তোমারে হইনু হারা,
তব-সঙ্গ-সুখ আজ হ'তে অবসান।
যাও কবি সুর-প্রাণে
তোমারি সে কামা স্থানে,
বিষাদ বেদনা ভুলি লভিও আরাম! ৮

শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

বন্ধুর প্রতি।

কবে করেছিলে তুমি কোন্ অপরাধ,
কবে তুমি দিয়েছিলে ব্যথা,
কবে অভিমানভরে পায়ে ঠেলে ছিলে,
বলেছিলে সুকঠিন কথা।
আজ আর সেই কথা এনোনা তুলিয়া
অতীতের অন্ধকার হ'তে,
অতীতে মুছিয়া ফেলে হয়ে গেছে যাহা,
থাক্ তাহা লুকায়ে অতীতে।
আমি কতদিন প্রাণে দিয়েছি বেদনা,
জলে তব ভরেছে নয়ন,
বড় আশা ক'রে যবে কাছে এসেছিলে,
ফিরায়েছি আমার বদন।
আশা করে এসেছিলে ডেকে লবে কাছে
কত যত্নে ভালবাসা-ভরে,
হয়ত সে দিন তবে হয়েছে এমন
আমি হায়, চাহি নাই ফিরে।
ব্যথা পেয়ে চলে গেছ আপনার গৃহে
ক্ষুণ্ণমনে তপ্ত হৃদি লয়ে,
সে সব দিনের কথা—সেই অবহেলা
ক্ষমা কর সব প্রাণ দিয়ে।
আমার হৃদয় লয়ে করেছ যে খেলা,
মোরে তাহা ভুলে যেতে দাও;
আমি যত দিন তোমা করিয়াছি হেলা
তাও আজ ভুলে তুমি যাও।
আবার নিকটে মোরে ডেকে লও তুমি
স্নিগ্ধ স্নেহে ভালবাসা ভরে,

আমি কাছে ডেকে লয়ে আজিকে তোমায় অতীতের ব্যথা-ক্ষত নয়নের জল
হৃদয়েতে ধরিব সাদরে। থাক্, প্রিয়, লুকায়ে অতীতে।
দুঃখ ব্যথা অবহেলা যাতনা বেদনা
মুছে ফেলি হৃদয় হইতে,

চামেলী।

কাক ঝোরা। ৩

১

কোথায় চলেছ তুমি নির্ঝরের জল!
কুলু কুলু কুলু রবে,
মোহিত করিছ সবে,
মুখরিত করি চির-স্তব্ধ-বনস্থল?

২

নীরব পাহাড়-ভূমি—নীরব সকল;
ভাঙ্গিয়া সে নিস্তব্ধতা,
তুমি চলিয়াছ কোথা,
অঙ্কিলো রজত-লতা সুন্দর সরল?

৩

কোন্ দেব দেশ হতে উজ্জ্বল অমল
রজত-ঝরণা ঝরি,
পড়িছ পর্ব্বতোপরি,
পান করি পরিতৃপ্ত তৃষার্ত্ত সকল।

৪

কোথায় চলেছ তুমি নির্ঝরের জল!
চরণে নূপুর কিবা,
বাজিছে যামিনী দিবা,
দিগ্ দিগন্তরে ব্যাপী কল্ কল্ কল্।

৫

অন্তরের অশ্রুধারা করি অবিরল
চলিয়াছে নাচি নাচি,
নাচাইয়া তৃণ গাছি,
জিয়াইয়া কাঁপাইয়া শুষ্ক দূর্ব্বাদল।

৬

বিগলিত শান্তি এই নির্ঝরের জল।
চারিপাশে ফুলদল
করে সদা টলমল,
হেলিয়া দুলিয়া নাচে ব্রততী সকল।

৭

সকলের সুখ-প্রিয় নীর নিরমল,
কখনো সর্পের মত,
বেঁকিয়া হয়েছ নত,
কখনো আধেক বক্র, কখনো সরল।

৮

বরফের মত তুমি সতত শীতল,
পর্ব্বত গহ্বর হতে,
ছুটিছ বনপথে,
ধোয়াইয়া ধরণীর তপ্ত অন্তস্তল,
নির্ঝরের জল।

১৮ এপ্রিল ০৬
দারজিলিঙ

শ্রীঅমুজাসুন্দরীদাসগুপ্ত।

---

* দার্জিলিঙের একটি নির্ঝর।

Bamabodhini Patrika.

Mme. Curie has been nominated by the Council of the University of Paris to succeed her husband, the late Prof. Curie, in the chair of General Physics held by him at the time of his death. The nomination has been accepted by the Minister of Public Instruction.

In the recent examinations held by the Education Department in the Punjab 370 young men have obtained certificates of qualification as teachers. This supply falls far short of the demand. As for female teachers every available candidate has obtained employment and 300 more are wanted

REMARKS BY
H. R. H. THE PRINCE OF WALES,
at an entertainment meeting at the Guildhall.
London, May 17, 1906.

"I have realised the patience, the simplicity of life, the loyal devotion, and the religious spirit which characterise the Indian peoples. I know also their faith in the absolute justice and integrity of our rule. I cannot help thinking from all I have seen and heard that the task of governing India will be made the easier if we on our part infuse into it a wider element of sympathy. I will venture to predict that to such sympathy there will be an ever-abundant and genuine response."

The Tsar in opening the assembly of the People's Representatives spoke as follows :—

"Divine Providence has laid on me the care of the welfare of the Fatherland and has moved me to summon representatives elected by the people to co-operate in the work of framing laws. With an ardent belief in a prosperous future for Russia I welcome in you the best men to whose election I commanded my beloved to proceed. Difficult and complicated labours await you, but I believe that the ardent wishes of the dear native land will inspire you and will unite you. I for my part will unswervingly uphold the institutions which I have granted in the firm conviction that you will devote all your powers to the self-sacrificing service of the Fatherland, to a clear presentation of the needs of the peasants which lie so close to my heart, to the enlightenment of the people, and to the development of its well-being. You must realise that for the great welfare of the State not only is liberty necessary, but also order, as the basis of laws. May my ardent wishes be fulfilled. May I see my people happy and be able to bequeath to my son as his inheritance a firmly established, well-ordered, and enligetened State. May God bless me in conjunction with the Council of the Empire and the Duma, in the work before us, and may this day prove the rejuvenation of Russia's moral outlook and the re-incarnation of her best powers. Go to the work to which I have summoned you and justify worthily the trust of your Emperor and your country ! God help me and you !"

QUEENS TALLER THAN KINGS.

There is hardly a king in Christendom to-day whose wife does not overtop him by a head.

King Edward is quite six inches shorter than Queen Alexandra.

The Czar is overtopped a full head by the Czarina.

Kaiser Wilhelm is of the medium height, but the German Empress is tall, and that is why the proud Kaiser will never consent to be photographed beside his wife, unless she sits while he stands.

The King of Italy, short and squat, hardly comes up to shoulders of the tall athletic Queen Helena.

The King of Portugal, though fatter, is less tall than his Queen.

Even the Prince of Wales is shorter a good four inches than the Princess.

The young King of Spain is several inches shorter than his new bride, Ena.

The Queen of Denmark towers above her royal spouse.—"New York Press."

WIT AND HUMOUR.

"Money does not make happiness"—Quite so. But how the lack of money makes for woe!

"Silence is golden" —but no mute's a millionaire!

"Beauty is only skin-deep"—Well, that's as far as the sight goes.

If you will play with fire, do it with a hose.

"Children should be seen and not heard."—Why seen?

Not to let one hand know what the other hand does is good Christianity but poor "Bridge."

"Two heads are better than one"—especially if they are on American dollars.

"What is worth getting is worth trying for"—unless you can get it without.—"Harper's Bazar"

At the birth of a Japanese baby a tree is planted which must remain untouched until the marriage-day of the child. Then the tree is cut down, and a skilled cabinet-maker transforms the wood into furniture, which is considered by the young couple as the most beautiful of the ornaments of the house.

One of the notabilities of the town of Moutlucon, in the Department of Allier, is a man named Coulon, aged seventy-six, whose beard measures 10ft. 10in. and his moustache is over a yard and a half long. He spends every Sunday dressing his beard, and when he exhibits his luxurious growth the inhabitants of the town come out to see him go by.

At a meeting of Maharatta authors and literary men, held in Poona; on the proposal of Mr. B. G. Tilak, it was resolved to continue the work of compiling the Maharatti Encyclopaedia by Mr. M. B. Namjoshi. Mr. Tilak said Government had promised to contribute Rs. 10,000 towards the cost of such a work, and he urged his hearers to band together to carry it through. It is estimated that the work would occupy fifteen years to complete at the very least.

A correction—In our last issue the communication about the Dacca Mohila Samiti was from its President, who is a gentleman but was mistaken for a lady.